২) ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব আলোচনা করো।

=> ভূমিকা :- মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিরচিত 'মহাভারত' একাধারে ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় মহাকাব্যরূপে সমাদৃত। ভরতবংশীয়গণের মহাযুদ্ধের সুদীর্ঘ কাহিনীর কাব্যরূপ হল মহাভারত। গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে মহাভারতেই বলা হয়েছে – "মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে", মহাভারত আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি যথাক্রমে – আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কর্ণ, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ। মহাভারতের মোট শ্লোক সংখ্যা শতসহস্র বা একলক্ষ। তাই গ্রন্থটি 'শতসাহস্রীসংহিতা' নামেও প্রসিদ্ধ।

মহাভারত যেন এক বিস্তৃত বিশ্বকোষ। বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্যকে তাই 'পঞ্চম বেদ' নামে অভিহিত করা হয়। এর আর এক নাম 'ভারতসংহিতা'। ভারতে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, তত্ত্বকথা, উপাখ্যান, ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষের যাবতীয় তথ্য, এমন কি ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি এতে এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট। এই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' জ্ঞান, কর্ম, ও ভক্তির অপূর্ব সঙ্গম তীর্থ। বৈশম্পায়ন তাই যথার্থই বলেছেন-

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥"

ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব নিম্নে আলোচিত হল —

সামাজিক প্রভাব :- মহাভারতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সেগুলি স্বকীয় গৌরবে চির ভাস্বর, এই গৌরবমণ্ডিত চরিত্রগুলি আজও ভারতবাসীর আদর্শ, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সাধুতা ও সদাচারের মূর্ত বিগ্রহ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাধুতা ও সত্যবাদিতা, সৌম্যদর্শন কর্মবীর অর্জুনের অসামান্য পৌরুষ গৌরব, মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় বাহুবল, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর মনস্বিতা, দানবীর কর্ণের সুপুরুষকার অবিচল প্রত্যয়, বিদুরের ধর্মপ্রাণতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মমন্ত্রে অখণ্ড ভারত রচনার মহিমাদর্শ - এ সকল ভারতবাসীর প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শাশ্বত প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাভারতে সন্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য, লৌকিক নীতি ও উপদেশ, ধর্ম ও দর্শনের উন্নততর চিন্তাধারা আবহমান কাল ধরে ভারতীয়দের সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

ধর্মীয় প্রভাব :- ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত মহাভারতের অমৃতকথা আজও পরম শ্রদ্ধায় পঠিত হয়। সেই সুধানিস্রাবী কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ পবিত্রতার স্পর্শ পায়। কোনো ধর্মানুষ্ঠানে, বার ব্রতে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে এমনও মহাভারত পাঠ করা হয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির সঙ্গম স্থল। এই গীতার বাণী শ্রবণে লোক নিজেকে কলুষমুক্ত বলে মনে করে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গীতাপাঠ ও গীতাদান আবশ্যিক পবিত্র কর্তব্য রূপে বিবেচিত হয়। এর সাতশত শ্লোকে বিধৃত আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে গীতা বিশ্বমানবের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। এভাবে মহাভারত হয়ে উঠেছে প্রাচীন

ভারতবর্ষের যুগাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিধি-বিধান, ধর্ম দর্শন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির এক বিরাট চিত্রশালা। এককথায় মহাভারত হল বিশ্বকোষ, আর এই বিশাল গ্রন্থ থেকেই ভারতবাসী চিরকাল আহরণ করে চলেছে তার ধর্মজীবন ও লোকজীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান।

সাহিত্যে প্রভাব:— সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পেও মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডারে মহাভারতের প্রভাব বলে শেষ করা যায় না। প্রথিত-যশা নাট্যকার ভাসের দূতবাক্য, কর্ণভার; পঞ্চরাত্র, ঊরুভঙ্গ, দূতঘটোৎকচ এবং মধ্যমব্যায়োগ নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের উপাদান মহাভারত থেকে গ্রহণ করে স্বকীয় প্রতিভার আলোকে তাকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের কাহিনীও মহাভারতমূলক। ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', মাঘের 'শিশুপালবধ', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', রাজশেখরের 'বালভারত', ক্ষেমেন্দ্রের 'ভারতমঞ্জরী' প্রভৃতি মহাকাব্য ও নাটকের আখ্যানভাগ মহাভারত থেকেই আহৃত। অমরচন্দ্রের 'বালভারত', দেবপ্রভ সূরির 'পাণ্ডবচরিত', জৈন কবি শুভচন্দ্রের 'পাণ্ডব পুরাণ' - প্রভৃতি ~~কাব্য~~ গ্রন্থ রচিত হয়েছে মহাভারতের কাহিনীকে উপজীব্য করেই। মহাভারতের অমৃত ধারা ভারতীয় কবিমানসকে চির অভিষিক্ত করেছে। ব্যাসদেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন - "সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ তাঁর মহাভারত-কথা সর্বকালের কবিদের উপজীব্য হবে। মহর্ষি বেদব্যাসের এই প্রত্যাশা ফলবতী হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যেও মহাভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙালী কবি কাশীরাম দাস বাংলাভাষায় মহাভারত রচনা করেন। বাংলায় রচিত অন্যান্য মহাভারতের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়', শ্রীকরনন্দীর 'অশ্বমেধকথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের উপর মহাভারতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও 'শর্মিষ্ঠা' কাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারতের আখ্যানপ্রবাহের পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি বাংলা ভাষার কাব্য বিশেষ মহাভারতের দ্যুতি স্পষ্ট।

<u>নাটকের উপর প্রভাব</u> :- সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাটকে এবং যাত্রাপালায় মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী বারবার উপস্থাপিত হচ্ছে। সারথি, কর্ণার্জুন, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, শকুনি, শকুনির পাশা, দানবীর কর্ণ - প্রভৃতি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালাগুলি বাঙালী হৃদয়কে জয় করেছে। তাছাড়া বিষয় নির্বাচনে, প্রকৃতির রূপচিত্র কল্পনায়, চরিত্রচিত্রণে এবং রসাভিব্যক্তিতে আজও বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে মহাভারতের কাছে ঋণী।

<u>স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রভাব</u> :- স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে মহাভারতের প্রভাব স্পষ্ট। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে, সৌধ ও প্রাসাদে মহাভারতের বিভিন্ন চিত্র উৎকীর্ণ আছে। অনেক মন্দিরের গাত্রে লিখিত আছে গীতার বিভিন্ন শ্লোক। ভারতীয় চিত্রশিল্পে রামায়ণ-মহাভারতের ~~প্রভাব~~ যথেষ্ট ছাপ বিদ্যমান। ভারতীয় সমাজ, জীবন, সাহিত্য ও শিল্প মহাভারত থেকে যুগে যুগে প্রাণসত্তার অপরিহার্য শক্তি আহরণ করেছে। ~~তাইতো ভারতবর্ষকে জানতে হলে~~,

<u>উপসংহার</u> :- মহাভারত হল এক সামগ্রিক সাহিত্য। তাই পাশ্চাত্য দার্শনিক Winternitz মহাভারতকে 'Whole literature' বলে অভিহিত করেছেন। যুগযুগান্ত সঞ্চিত চিন্তাধারার সমস্ত স্রোত এসে মহাভারতে শান্তি লাভ

করে বর্তমান আপনাকে ~~অতি~~ প্রতিষ্ঠিত করেছে।
তাই মহাভারত মহাসমুদ্রের মত বিশাল ও অনন্ত রত্নের অমূল্য ভাণ্ডার। তাই বলা হয়েছে —

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্মহাগিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ মহানিধী তথা ভারতমুচ্যতে।।"

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষকে জানতে হলে, ভারতবাসীর মানসিকতাকে বুঝতে হলে, ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে মহাভারতকে অবশ্যই জানতে হবে।

महाभारतम्

1) महाभारतं कस्य काव्यकृतिः ?
=> महाभारतं कृष्णद्वैपायण वेदव्यासस्य काव्यकृतिः।

2) वेदव्यासस्य पिता माता च कौ स्तः ?
=> वेदव्यासस्य पिता माता च पराशरः सत्यवती च।

3) महाभारतम् इति नाम्नः तात्पर्यं किम् ?
=> ~~महाभा~~ महत्वात् भारवत्वात् महाभारतमिति महाभारत नाम्नः तात्पर्यम्।

4) महाभारतस्य पर्वसंख्या: कति ?
=> महाभारतस्य पर्वसंख्या: अष्टादश।

5) महाभारतस्य अपरनाम कथं शतसाहस्री ?
=> महाभारते शतसहस्रश्लोकत्वात् महाभारतस्य अपरनाम शतसाहस्री।

6) वेदव्यासः कति वर्षैः महाभारतं रचितवान् ?
=> वेदव्यासः त्रिभिः वर्षैः महाभारतं रचितवान्।

7) महाभारतस्य त्रयः वक्तारः के सन्ति ?
=> महाभारतस्य त्रयः वक्तारः सन्ति वेदव्यासः वैशम्पायन लोमहर्षणः च।

8) महाभारतस्य त्रयः श्रोतारः के सन्ति ?
=> महाभारतस्य त्रयः श्रोतारः सन्ति वैशम्पायणः राजा ~~च~~ जनमेजयः शौनकादयः ऋषयः च।

9) महाभारतम् अन्येन केन नाम्ना परिचितम् ?
=> महाभारतम् अन्यत भारतं जयकाव्यं शतसाहस्रीसंहिता च इत्यादि नाम्ना परिचितम्।

10) कर्णः केन निहतः ?
=> कर्णः अर्जुनेन निहतः।